২০-০২-১৭ প্রাতঃ-মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের হৃদয়-দর্পণে দেখ, সেখানে কোনও অশুভ শক্তি নেই তো, অশুভ শক্তিকে সরিয়ে দেওয়ার অধ্যবসায় চাই"

প্রশ্নঃ - সঙ্গমযুগে বাবা আর বাচ্চাদের মধ্যে দুনিয়ার সবকিছু থেকে একদম আলাদা কোন রীতি বিদ্যমান ?

উত্তরঃ - দুনিয়ায়, বাচ্চারা বাবাকে নমস্কার জানায় কিন্তু এখানে বাবা বাচ্চাদের নমস্কার জানান । বাবা নিজে বলেন, মিষ্টি বাচ্চারা, আমি তোমাদের সেবায় হাজির হয়েছি, তাইতো তোমরা বাচ্চারা আমার থেকেও অধিক শ্রেষ্ঠ । দ্বিতীয়তঃ আমি নিরহংকারী, নিরাকার বাবা, তাইতো আমিই প্রথম নমস্কার জানাব । সঙ্গমের এটাই সবকিছু থেকে একেবারে পৃথক রীতি ।

ওম্ শান্তি । বাবা যখন প্রথম আসেন, বাবা বাচ্চাদের নমস্কার করবেন নাকি বাচ্চাদের উচিত্ বাবাকে নমস্কার করা ? (বাচ্চাদের বাবাকে করা উচিত্) না । প্রথমে বাবাকে বাচ্চাদের করতে হবে। সঙ্গমযুগের রীতি-রেওয়াজ সবকিছু থেকে সম্পূর্ণ আলাদা । বাবা নিজে বলেন, আমি সকলের পিতা, তোমাদের সেবায় হাজির হয়েছি; সুতরাং, বাচ্চারা নিশ্চয়ই অনুপম (সবচেয়ে উৎকৃষ্ট) হবে । দুনিয়ায় বাচ্চারা বাবাকে নমস্কার করে, এখানে বাবা বাচ্চাদের নমস্কার জানান । তাঁকে নিরাকার, নিরহংকারী জ্ঞানে স্মরণ করা হয় তাই তাঁকে সেইরকমই প্রদর্শণ করতে হয় । মানুষ গিয়ে সন্ন্যাসীদের পায়ে পড়ে, এমনকি তারা তাদের পায়ে চুম্বনও করে, কিন্তু তারা কিছু বোঝেনা । প্রত্যেক কল্পের পরে বাবা বাচ্চাদের সাথে মিলিত হতে আসেন । তোমরা বাবার হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চা ! সেইজন্য বাবা বলেন, মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা ক্লান্ত হয়েছ । ভগবান দ্রৌপদীর পদসেবা করেছিলেন, তাই তিনি সার্ভেন্ট হলেন তাই না ! "বন্দে মাতরম্" কে বলেছিলেন ? বাবা । বাচ্চারা বোঝে, বাবা এসেছেন, সারা সৃষ্টিতে বেহদের সেবা দিতে । সৃষ্টিতে কতো জঞ্জাল ! এ হলো নরক । তাই বাবাকে আসতে হয় নরককে স্বর্গ বানাতে । হৃদয়ভরে তিনি পরিপূর্ণ ভালোবাসা নিয়ে আসেন । তিনি জানেন, তাঁকে তোমাদের অর্থাত্ বাচ্চাদের সেবাতে আসতেই হবে । প্রত্যেক কল্পে তিনি তোমাদের সেবার জন্য আসেন । তিনি এখানে এসে বসলে সবার সেবা হয় । এইরকম নয় যে, তাঁকে সবার কাছে যেতে হবে । একমাত্র তিনিই সৃষ্টির কল্যাণকারী দাতা । বাবা যা করেছেন সেইরকম কোনও সেবা মানুষ করতে পারেনা যেটা তার সেবার সাথে তুলনা করা যায় । তাঁর সেবা বেহদের ।

গীতঃ- জাগো সজনীরা জাগো ! নতুন দিনের ঊষার আলো দেখা যাচ্ছে ....

কত সুন্দর এই গান । নবযুগ সম্বন্ধেও তোমাদের বোঝানো উচিত্ । যুগ হলো ভারতবাসীদের জন্য । সর্বত্র মানুষ ভারতবাসীদের থেকে শোনে যে অতীতে সত্য, ত্রেতাযুগ বিদ্যমান ছিল, কারণ তারা যে দ্বাপর যুগে এসেছিলো । তারা অন্যদের থেকে শোনে যে ভারত প্রাচীন দেশ ছিলো যেখানে দেবী-দেবতারা রাজ্য শাসন করতেন । আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল এখন যার কোনও অস্তিত্ব নেই । গীতা দেবী-দেবতা ধর্মের মাতাপিতা ; অন্য সব ধর্ম পরে আসে । সুতরাং, সবের মধ্যে এই ধর্মই হলো সবচেয়ে প্রাচীন । বাস্তবে, গীতা মুখ্য ধর্মশাস্ত্র, যা সকলের মানা উচিত্ । যেমনই হোক, তারা এটা বিশ্বাস করেনা; তারা শুধুমাত্র তাদের নিজেদের ধর্মের শাস্ত্রে বিশ্বাস করে । এমনকি তারা

জানেওনা ভগবান কখন গীতা বলেছিলেন । গীতা বাবার বলা । শাস্ত্রে বাবার বদলে বাচ্চার নাম উল্লেখ করায় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে আর সেই কারণে তারা বোঝাতে পারেনা কখন শিবরাত্রি উদযাপন করা উচিত্ । শিব জয়ন্তীর পরে কৃষ্ণ জয়ন্তী । কখনও শ্রীকৃষ্ণের যজ্ঞের স্মরণ হয় না । রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের গায়ন হয় । তার থেকেই বিনাশজ্বালা প্রজ্জ্বলিত হয়, এখন তোমরা যথার্থই তা' দেখতে পাচ্ছ । আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের আবারও স্থাপনা হচ্ছে সুতরাং, এখানে অসংখ্য ধর্মের আর কোনও অস্তিত্ব থাকবেনা । কৃষ্ণও তখনই আসবে যখন অন্যান্য ধর্মের অবসান হবে । বাকি সব আত্মারা মুক্তিধামে থাকবে । ভগবানের সাথে সবাইকে মিলিত হতে হবে, তাই না ! প্রত্যেকে বাবাকে সেলাম জানাবে । বাবা সমস্ত বাচ্চাদের সেলাম করেন আর তারপরে বাচ্চারাও বাবাকে সেলাম করবে । এই সময় বাবা এখানে সাকারে এসেছেন । এখানে সব আত্মারা বাবার সাথে মিলিত হতে পারবেনা কেননা বহু কোটির মধ্য থেকে কয়েকজনই আসতে পারবে । তাহলে সমগ্র ভক্তরা কোথায় এবং কখন বাবার সাথে মিলিত হবে ? যেখানে তারা ভগবানের থেকে আলাদা হয়েছিল, সেখানে গিয়ে তারা মিলিত হবে । ভগবানের নিবাস স্থলই পরমধাম । বাবা বলেন, তোমাদের বাচ্চাদের সবাইকে দুঃখ থেকে লিব্যারেইট্ করে তোমাদের পরমধামে নিয়ে যাই । এই কাজ একমাত্র তাঁর একার । বাবাকে আসতেই হবে পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানাতে । তিনি হেভেনলি গড্ ফাদার, সুতরাং, তিনি নিশ্চয়ই হেভেন ক্রিয়েট করবেন তাই -না ! রাবণ নরকের স্থাপনা করে, বাবা করেন স্বর্গের স্থাপনা । তাঁর রাইট নাম শিব, বিন্দু । আত্মাও বিন্দু, ভ্রুকুটির মাঝে এতটুকু, অতি ক্ষুদ্র বিন্দুই থাকতে পারে । সুতরাং, আত্মাও যেমন বিন্দু পরমাত্মাও বিন্দু । তবুও খুবই আশ্চর্যের ! এত ছোট বিন্দুর মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে, যা কখনও মুছে যায়না । ফর্ এভার চলতে থাকে । এইসব অতি গুহ্য ব্যাপার ! মানুষ শান্তি চায়, কারণ সবাই শান্তির মধ্যে যেতে চলেছে । বলা হয়ে থাকে, সুখ কাকবিষ্ঠাসম । গীতায় বলা হয়েছে রাজযোগের মাধ্যমে তোমরা রাজার রাজা হও । তাহলে যারা সুখকে কাকবিষ্ঠার সমান মনে করে তারা কিভাবে রাজত্ব পাবে ? এইসব প্রবৃত্তি মার্গের কথা ; গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে তোমাদের কমল ফুল সমান পবিত্র থাকতে হবে । এটা সন্ন্যাসীদের কাজ নয় । যদি তাই হতো তবে তারা নিজেরা ঘর-সংসার ছাড়ত না । তোমরা বলো চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম । শিববাবাও বলেন, আমি প্রথমে এঁনাকে (সাকার ব্রহ্মাবাবা) বোঝাই । ইঁনিই শিববাবার চৈতন্য ঘর । প্রথমে ইঁনি সবকিছু শেখেন তারপরে সমস্ত অ্যাডপ্টেড বাচ্চারা নম্বরভিত্তিক অনুসারে তাঁর মাধ্যমে শেখে । গভীর গুহ্য এই কথা । সদগতি দাতা পতিত-পাবন স্বয়ং এসে এইসব রহস্য বুঝিয়ে দেন । এরকম নয় যে তিনি ওপর থেকে তোমাদের প্রেরণা দেন ; তিনি এখানে এসে ওঁনার কর্তব্য করেন । স্মৃতিচিহ্ন রূপে অনেক শিবমন্দির আছে । তিনি নিজে বলেন, আমি ব্রহ্মার এই সাধারণ তনে আসি । এই ব্রহ্মা নিজেই নিজের জন্ম জানত না, এতে কোনও একের কথা নেই । ব্রহ্মামুখ বংশাবলী তোমরা সব এখানে বসে আছ, তোমরা ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মামুখ দ্বারা রচিত হয়েছ । তিনি একমাত্র তোমাদের অর্থাত্ ব্রাহ্মণদেরই বোঝান । যজ্ঞ সর্বদা ব্রাহ্মণদের দ্বারা চালিত হয় । যারা গীতা শোনায় তাদের কাছে কোনও ব্রাহ্মণ নেই, সুতরাং, সেটা কোনও যজ্ঞ নয় । বেহদের বাবা দ্বারা এই যজ্ঞ রচিত, অনেক বড় এবং গুরুত্বপুর্ণ । বহু বহুদিন ধরে বড় বড় হাঁড়ি আগুনে চড়ছে, সেই প্রথা মেনে এখনও ভাণ্ডারা চলেই আসছে । কখন এর সমাপ্তি হবে ? যখন সমগ্র রাজত্বের স্থাপনা হয়ে যাবে । বাবা বলেন, আমি আমার সাথে তোমাদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো, তারপরে নম্বরভিত্তিক অনুসারে এক এক করে তোমাদের পার্ট প্লে করার জন্য পাঠিয়ে দেবো । কেউ এমন বলতে পারেনা, আমি তোমাদের গাইড হয়ে আমার সাথে তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবো । পতিত মানুষকে পবিত্র বানিয়ে বাবা সাথে করে নিয়ে যান । তারপরে আত্মারা নীচে নামতে শুরু করে তাদের নিজ নিজ সময়ে

নিজেদের ধর্ম স্থাপনার পার্ট প্লে করতে । এখন অসংখ্য ধর্মের ছড়াছড়ি, কিন্তু কোনটাই মূল ধর্ম নয় । সকল শাস্ত্রের শিরোমণি গীতা, কেননা গীতা থেকেই প্রত্যেকের মুক্তি এবং জীবনমুক্তির প্রাপ্তি হয় । ভারতবাসীদের মধ্যে জ্ঞান তারাই নেয় যারা ভগবানের থেকে প্রথম আলাদা হয়েছিল । প্রথমে তারা নীচে আসবে তারপরে নম্বরের ক্রমানুসারে প্রত্যেককে আসতে হবে । তোমাদের সতঃ, রজঃ, তমঃ অবস্থার মধ্যে দিয়েই পাস করতে হবে । সৃষ্টিচক্রের সময়কাল এখন সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে । সব আত্মারা এখন উপস্থিত হয়েছে , বাবাও এসে গেছেন । প্রত্যেককে নিজের পার্ট প্লে করতে হবে । নাটকে স্টেজের উপর সব আত্মারা এক সময়ে আসতে পারেনা ; তারা তাদের নিজস্ব সময়ে আসে । বাবা তোমাদের বুঝিয়ে দেন শ্রেষ্ঠত্বের নম্বর অনুযায়ী কিভাবে তোমরা নীচে আস । বর্ণেরও রহস্য বুঝিয়ে দিয়েছেন । উচ্চ শিখা ব্রাহ্মণের, কিন্তু কে ব্রাহ্মণদের তৈরী করেছেন ? শূদ্ররা তো তাদের রচনা করেনি ! সর্বোচ্চ শিখরে ব্রাহ্মণদের বাবা ব্রহ্মা, ব্রহ্মার বাবা শিববাবা । সুতরাং, তোমরা হলে শিবকুলের, ব্রহ্মা মুখ-বংশাবলী বংশধর । তোমরা ব্রাহ্মণরা আবারও তারপরে দেবী-দেবতা হবে । বংশের হিসেবও বোঝাতে হবে । তোমাদের বাচ্চাদের পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে কিন্তু সব বাচ্চা এক সমান তীক্ষ্ণ বুদ্ধির হয়না । নতুন কারও সামনে যদি বিদ্বান বা পণ্ডিত ডিবেট করতে শুরু করে তবে সে বোঝাতে পারবেনা । তখন তোমাদের বলা উচিত্ আমি এখনও নতুন, আপনি পরে অন্য টাইমে আসুন আমার বড় দিদি আপনাকে বুঝিয়ে দেবেন । তিনি আমার থেকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন । ক্লাসে প্রত্যেকের নম্বরে কম বেশী থাকে অর্থাত্ ভালো-মন্দ উভয় পড়ুয়াই থাকে । সেক্ষেত্রে কোনও দেহ-অভিমান থাকা উচিত্ নয় । তা নাহলে তোমার সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে । তারা বলে, বি. কে -রা ভালোভাবে বোঝাতে পারেনা । দেহ-অভিমান ছেড়ে তোমাদের সেইরকম বড় কাউকে রেফার করা উচিত্ । বাবাও বলেন, আমি উপরের কাউকেই জিজ্ঞেস করব । মহারথী, ঘোড়সওয়ার, পেয়াদা হয়, তাই না ! আবার কেউ সিংহের উপরেও সওয়ার । *সিংহ সবচেয়ে তেজী । জঙ্গলে একা থাকে আর হাতি দলবদ্ধ হয়ে থাকে । যদি তারা একা থাকে তবে কেউ মেরে ফেলতে পারে । তারা সিংহের ওপর শক্তিকে সওয়ার (আরোহী) দেখিয়েছে* । তোমাদের অর্থাত্ বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে গীতার ভগবান কৃষ্ণ বলা রং (wrong) । অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা কৃষ্ণের শাস্ত্র মানবে না । প্রাচীন দেবীদেবতা ধর্ম কে স্থাপন করেছেন তা' তোমাদের প্রমাণ করে বলতে হবে । তাঁদেরও গড গডেস্ বলা হয়ে থাকে । ঈশ্বর আলাদা । লক্ষ্মী-নারায়ণকে, ভগবতী-ভগবান বলা হয়, তাঁরা পালনার নিমিত্ত হন । যদি লক্ষ্মী-নারায়ণকে ভগবান ভগবতী বলা হয় তবে বিষ্ণু এবং শংকরকেও ভগবান বলতে হয় । তোমরা জানো, ভগবান ছাড়া গীতা অন্য কেউ বলতে পারেনা । এই গীতা ভগবানের মুখ দ্বারা গাওয়া হয়েছে । শ্রী শ্রী রুদ্রের গীতা । কেউই বলতে পারেনা, এই গীতা তার মুখ নিঃসৃত । শিববাবা ব্যতীত অন্য কারও মুখ দিয়ে গীতা আসতে পারেনা । গীতা মা এবং তার রচয়িতা শিববাবা, তিনি এখানে বসে ওরালি (মৌখিক ভাবে, orally) বোঝান । তিনি জ্ঞানের সাগর । সুতরাং, একমাত্র রচয়িতা তাঁর রচনার নলেজ দিতে পারেন । এইজন্য ঋষি মুনিও বলেন, ঈশ্বর অন্তহীন । ঈশ্বরের গতিবিধি ঈশ্বরই জানেন । ঈশ্বরের নির্দেশাবলীই হলো শ্রীমত্; যার অনুসরণে সদগতি প্রাপ্ত হয় এবং সেটা ঠিক ! মুক্তির সাথে একসঙ্গে মুক্তির উপায়ও তোমাদের উল্লেখ করতে হবে কারণ, ভারতে যখন স্বর্গ ছিল তখন অন্যান্য ধর্মের সকলে মুক্তিতে ছিল; আর ভারতবাসী ছিল জীবনমুক্তিতে । এই সব রহস্য বাবা বুঝিয়ে দেন যা তোমাদের ধারণ করতে হবে । ভক্তিমার্গের মানুষ বলে বেদ শাস্ত্র ইত্যাদির মধ্য দিয়েই তোমরা ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়ার রাস্তা পেয়ে যাবে । যাই হোক, এটা সেরকম হয়না । *এটা সিমলার পাহাড় নয়, যে-কোনও পথ ধরে গেলেই তোমরা চূড়ায় পৌঁছে যাবে । এখানে সাজনকে সজনীদের কাছে আসতেই হয় । স্বর্গের মালিক বানানোর জন্য সজনীদের শৃঙ্গার করতে হয়*

। সবাই মহারাজা মহারাণী হতে চায়, কিন্তু বাবা বলেন, সর্বাগ্রে নিজেদের মুখের দিকে দেখ । নারদের গল্প এই সময়ের, সে লক্ষ্মীকে বিবাহ করতে চেয়েছিল কিন্তু তাকে বলা হয় সর্বপ্রথম নিজের মুখ দেখ । বাবাও বলেন, তোমার হৃদয়ের আয়নায় চেয়ে দেখ । কামের অশুভ শক্তি আসে কি আসেনা ? অনবরত পরীক্ষা করো আর অন্যান্য অশুভ শক্তিকে সরানোর প্রযত্ন করো । বাবা সর্বদা তোমাদের কার্যাদি সাধনের ধরণ দেখিয়ে দেন । মনে নানা প্রকারের সংকল্প আসবে, কিন্তু সেসব কর্মে আসা উচিত্ নয় । ভালো কর্ম কিভাবে করতে হয় বাবা তোমাদের শিখিয়ে দেন । কর্ম – অকর্ম–বিকর্মের জ্ঞান গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে । অন্য কেউ এইসব জানেনা । মায়া তোমাদের বিকর্ম করায়, সত্যযুগে তার কোনও অস্তিত্ব থাকেনা । এখন শুধুমাত্র শ্রীমত্ অনুসরণ করে তোমরা স্বর্গে যেতে পারো । এই শ্রীমত্ কোনও মানুষের নয় । বাবার শ্রীমত্ দ্বারাই স্বর্গের রচনা হয় । অন্যের মত্ দ্বারা স্বর্গের অধিবাসী হওয়া যায়না বরং আরও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে । তোমরা বাচ্চারা জানো, এখন এক ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে । তোমরা যোগবলের দ্বারা গুপ্ত পথে নিজেদের রাজধানী স্থাপন করছ । তোমাদের হাতে অস্ত্র ইত্যাদি কিছু নেই । তোমাদের জ্ঞানের তীরধনু আছে । কিন্তু তারা স্থূলভাবে দেখিয়েছে । এই সবই গুপ্ত শক্তি । দেখ, কত শক্তির পূজা হয় ! ১০–২০ ভুজসহ কেউ হয় না । সবার দুই ভুজা । মানুষ সৃষ্টিতে ৮– ১০ হাত সমেত কেউ হতে পারেনা । সূক্ষ্মবতনে বিষ্ণুকে চতুর্ভুজ দেখানো হয়েছে, কিন্তু তা' সম্পূর্ণ অর্থবহ । বীজকে জানলে সমগ্র ঝাড়ের জ্ঞান তোমরা জেনে যাবে । আচ্ছা – তোমরা বাচ্চারা অনবরত জ্ঞানসম্পদ লাভ করছ আবার তোমাদের টোলি দেওয়া হচ্ছে মুখ মিষ্টি করানোর জন্য । শিববাবা নিজে খান না, সব বাচ্চাদের জন্য । এমনকি রাজ্যও তোমাদের বাচ্চাদের জন্যে । লক্ষ্মী–নারায়ণও নিশ্চয়ই তাঁদের বাচ্চাদের দেবেন । তাঁরা প্রত্যেককে ভাগ করে দেননা, কিন্তু বাবা সকলকে ভাগ করে দেন । সেখানে প্রজারাও বলবে যে তারাও স্বর্গের মালিক । প্রজাদেরও সুখ থাকে; সেখানে দুঃখের লেশমাত্র নেই, কিন্তু নম্বরের ধারাবাহিকতায় শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ হয় । সেখানে অফুরন্ত সোনা থাকে । এখানে সব খনি খালি হয়ে গেছে । গায়নও আছে, কার ধনসম্পদ মাটির ধুলোয় মিশে যায় আর কার ধন ঐশ্বর্য সরকারের হস্তগত হয় ....। আচ্ছা –

মিষ্টি–মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ– স্নেহ আর নমস্কার । মাতাদের বন্দে মাতরম্ । বাচ্চাদের স্মরণ–স্নেহ আর সবাইকে গুড মর্নিং । এখন রাত সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, গুড মর্নিং–এর উদয় আলো দেখা যাচ্ছে । নবযুগের সূচনা হচ্ছে ব্রহ্মাকুমার–কুমারীদের জন্য । আচ্ছা । ওম্ শান্তি ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ --

১) দেহ–অভিমান ছেড়ে বড়দের সামনে রাখতে হবে । কেউ ডিবেট করলে বড়দের কাছে রেফার করতে হবে । সম্মানহানি হতে দেওয়া যাবে না ।
২) চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম । সর্বাগ্রে তোমাদের পরিবারের কল্যাণ করতে হবে, গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে কমল ফুলসম পবিত্র হতে হবে ।

বরদানঃ– ব্রাহ্মণ জীবনে কম খরচের দ্বারা মহিমান্বিত বিজয়–গৌরব লাভ করে অলৌকিকতা সম্পন্ন ভব

এই অলৌকিক ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষ শ্লোগান হলো, "কম খরচের মাধ্যমে মহান বিজয়ের গৌরব লাভ " । খরচ কম হোক কিন্তু প্রাপ্তিতে উজ্জ্বলতার বিকাশ থাকা চাই অর্থাত্ রেজাল্ট সবচেয়ে ভালো হতে হবে । অলৌকিকতাসম্পন্ন তখনই বলা যাবে যখন কথায়, কর্মে শক্তি কম খরচ হবে । অল্প সময়ে বেশী কাজ হবে, কথা কম, অথচ সুস্পষ্ট হতে হবে, সংকল্প কম হোক কিন্তু শক্তিশালী হওয়া চাই - একেই বলা হয় কম খরচে গৌরবান্বিত বিজয়-লাভ । যারা তাদের ধনভাণ্ডার কম খরচ করে তাদের ভাণ্ডার ভরপুর হয়ে যায় ।

শ্লোগানঃ- বাবা এবং সেবার প্রতি সত্যকার ভালোবাসা থাকলে পরিবারের ভালোবাসা স্বতঃ প্রাপ্ত হয় ।